Cambridge Assessment International Education

Cambridge O Level

BENGALI **3204/02**

Paper 2 Language Usage and Comprehension **May/June 2021**

INSERT **1 hour 30 minutes**

2114803793-I

INFORMATION

- This insert contains the reading passages.
- You may annotate this insert and use the blank spaces for planning. **Do not write your answers** on the insert.

This document has **4** pages.

© UCLES 2021

[Turn over

বিভাগ : খ

*এই নিবন্ধটি পড়ে প্রশ্নপত্রের **26** থেকে **32** নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।*

বাংলার লোকশিল্প

বাংলাদেশের গ্রামের লোকজনের মধ্যে যুগ যুগ ধরে নানা ধরনের লোকজ শিল্পের মূল্যবান ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। কম দামী সহজলভ্য মালমশলা দিয়ে নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদেই তৈরি হয়েছে এসব শিল্প। যেমন, গৃহসজ্জায় শৌখিন ও কারুকার্যখচিত সামগ্রী বা পোড়ামাটির ভাস্কর্য গড়ার পরিবর্তে রান্নাবান্নার জন্য হাঁড়ি, ঘটি-বাটি কলসী ও বাসনকোসন তৈরি করার প্রয়োজন হয়েছে। সেই প্রয়োজন থেকেই আদিকাল থেকে বাংলাদেশে মাটির পাত্র তৈরির হস্তশিল্প গড়ে ওঠে। কিন্তু পরবর্তীকালে এক শ্রেণীর লোকেরা এতে বিশেষ দক্ষতা লাভ করে এবং এই কাজ করেই তাদের গোটা পরিবার জীবিকা উপার্জন করতে থাকে। কয়েক পুরুষ ধরে এ কাজ করার ফলে এটাই তাদের কুলবৃত্তিতে পরিণত হয়। আরেক দল আবার এসব পাত্রের আকার দিয়েই ক্ষান্ত হল না, বরং রঙ দিয়ে এবং চিত্রাঙ্কন করে সেগুলোকে আরও সুন্দর করে তুলতে চাইল।

মহিলাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রয়েছে এমন একটি শিল্প হল সূচিশিল্প। আগের দিনে গ্রামের মহিলারা মনের আনন্দে ও সৃজনশীলতার টানে এই কাঁথা তৈরি করত। তবে এখন লোকজনের ঘর সাজানোর জন্য এ কাঁথা ব্যবহৃত হয় বলে নকশি কাঁথা বাণিজ্যক এক পণ্যে পরিণত হয়েছে। এই লোকশিল্পে অন্যান্য এলাকা এমনকি বিদেশ থেকে আসা লোকেদেরও প্রভাব পড়েছে। বর্তমানে এই কাঁথা যাতে স্বল্প সময়ে রঙ-বেরঙের সূতার নকশায় আকর্ষণীয় করে তৈরি করা যায় সেজন্য পারদর্শী বিশেষজ্ঞও আছে। এতে আগের নকশি কাঁথার সৃজনশীলতা যেন হারিয়ে গেছে।

নকশি কাঁথার মতো আলপনা শিল্পেও এই পরিরর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীনকালে মহিলারা চালের গুঁড়ার সঙ্গে পানি মিশিয়ে তৈরি করা সেই মণ্ড দিয়ে মেঝে এবং দেওয়ালে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে লতাপাতার মতো নানা রকম আলপনা আঁকত। তখনকার সময়ে বিভিন্ন ধর্মীয় পূজা-পার্বণে এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে যেমন বিয়ে ও গায়ে হলুদে মণ্ডের সঙ্গে রঙ মিশিয়ে আলপনা আঁকার রীতি ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে ধর্মনিরপেক্ষ অনুষ্ঠানগুলোতে যেমন একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহীদ মিনারে ও বড় বড় রাস্তায় চালের গুঁড়ার বদলে রীতিমতো তরল রঙ দিয়ে আলপনা আঁকা হয়।

বিভিন্ন রকমের ধাতুর তৈরি শিল্পও এক সময়ে গড়ে উঠেছিল বাংলাদেশে, যেমন পিতল ও কাঁসার সামগ্রী। তাছাড়া ঢাকায় তৈরী সোনার ও রুপার গহনায় তারের কাজ খুব ভাল হত। কলকাতায় মিনা করা সোনার অলঙ্কারও বড়লোক মহিলাদের মধ্যে বেশ খ্যাতিলাভ করেছিল। মধ্যবিত্ত ঘরের যেসব মহিলা ব্যয়বহুল সোনা কিনতে অসমর্থ ছিল তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল রুপার অলঙ্কার। এই অলঙ্কার সাধারণত সোনার অলঙ্কারের চেয়ে বড়, ভারী এবং তুলনামূলকভাবে কম দামী ছিল। তবে সময় বিশেষে কোনোকোনো অনুষ্ঠানে এরা হাল্কা ধরনের সোনাও পরত।

আদিকাল থেকে বাংলাদেশের সর্বত্র শয়ন এবং আসন গ্রহণে যে জিনিসটা ব্যবহৃত হয়ে আসছে তা হল মাদুর। তবে সাধারণ লোকজনের আরাম হলেও মাদুরের চেয়ে অনেক দামী ও বিলাসী বস্তু ছিল শীতলপাটি। কোনো কোনো স্থানে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে অতিথিদেরকে শীতলপাটি বিছিয়ে শুতে দেওয়ারও রীতি ছিল। বাংলাদেশের বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলের মেয়েদের বোনা এই পাটি এতই মূল্যবান ছিল যে, যেসব মেয়েরা সবার সেরা পাটি বুনে বিক্রি করত, বিয়ের বাজারে তাদের দামও ততটা বেড়ে যেত।

বিগত এক শতাব্দীতে যথেষ্ট শিল্পায়ন হওয়ায় বঙ্গীয় বৈশিষ্ট্যে ভরপুর কারু ও হস্তশিল্পের ধারায় ভাঁটা পড়েছে। কিন্তু যা হয়েছে, তা হল যন্ত্রপাতি এবং উন্নত প্রযুক্তি দিয়ে শহরেই গ্রামীণ শিল্পের ব্যাপক অনুকরণ। এর ফলে এসবের মধ্যে গ্রামীণ শিল্পীদের ব্যক্তিগত স্পর্শ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে এর স্টাইল ও বাহ্যিক চেহারায় সেই বঙ্গীয় বৈশিষ্ট্য এখনো চোখে পড়ে। হয়ত ভবিষ্যতেও বাংলাদেশের গ্রামীণ শিল্প এভাবেই স্থানান্তরিত এবং রূপান্তরিত হয়েই টিকে থাকবে।

© UCLES 2021

বিভাগ : গ

*এই নিবন্ধটি পড়ে প্রশ্নপত্রের **33** থেকে **43** নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।*

রবীন্দ্রভুবনে

পতিসরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আমাদের রেলগাড়িটি যখন আত্রাই স্টেশনে এসে থামল তখন হাতঘড়িতে বাজে সকাল সাতটা। স্টেশনটির আসল নাম আহসানগঞ্জ হলেও আত্রাই নদীর কারণে লোকজনের কাছে এটা আত্রাই বলে পরিচিত। স্টেশনটি প্রাচীন হলেও বেশ ছিমছাম। দেওয়ালে রয়েছে কারুকার্য করা কিছু প্রাচীন মূর্তির প্রতিকৃতি। মহিলাদের বিশ্রামঘরটি অপরিসর হলেও খোলা জানালা দিয়ে দক্ষিণা বাতাসের পরশ পাওয়া যায়। দেওয়ালের মার্বেল পাথরগুলো যেন ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে।

রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে রেলগাড়িতে সরাসরি এখানে এসে নামতেন। তারপরে পালকিতে চড়ে চলে যেতেন পতিসরের কাছারিবাড়িতে। মাঝেমাঝে তিনি তাঁর বিখ্যাত 'পদ্মাবোট'-এ নদীপথেও ভ্রমণ করতেন। কখনো কখনো নদীপাড়ের সরু রাস্তায় তিনি হেঁটে যেতে যেতে নদীর দু'ধারের অপরূপ দৃশ্যপটে তাঁর লেখার প্রেরণা খুঁজে ফিরতেন। যাইহোক, সময় নষ্ট না করে বন্ধু বিপুল আর আমি একটা অটোরিক্সা ভাড়া করে পতিসর অভিমুখে রওয়ানা হলাম।

রেললাইন পার হয়ে সরু উঁচু-নিচু রাস্তা ধরে ধাক্কা খেতে খেতে এগিয়ে চললাম। দু'পাশের শস্যহীন শ্রীহীন ফসলের মাঠের সৌন্দর্য অনুভবে ব্যর্থ হয়ে অগত্যা হেডফোনে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর সাগরে ডুব দেওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু রাস্তায় খানা-খন্দের চাপে পড়ে গানগুলো যেন আহত পাখির আর্তনাদের মতোই শোনাচ্ছিল। এখানকার লোকালয়গুলো বেশ দূরে, গাছপালাবিহীন জনশূন্য রাস্তা আর মাথার ওপর কাঠফাটা রোদের তীব্রতায় ঘর্মাক্ত হয়ে অস্থির হলাম। এভাবে কিছুদূর যেতেই বদলে যেতে থাকে দৃশ্যপট, দেখা পেলাম এক উচ্ছল জলস্রোতের। জলধারার সরব উপস্থিতিতে রাস্তার দু'ধারের নালাগুলোও কানায় কানায় পরিপূর্ণ। আমরা জলস্রোতের পাশের সর্পিল পথ ধরে এগুতে থাকলাম। রাস্তার দু'ধারে রয়েছে স্থানীয় জেলা প্রশাসনের রক্ষণাবেক্ষণে ছবির মতো সাজানো তাল আর খেজুর গাছের সারি। এই মনোলোভা দৃশ্যপট দেখতে দেখতে কখন যে পৌঁছে গেলাম রবীন্দ্র-স্মৃতিধন্য পতিসরে তা টেরই পেলাম না।

তবে কাছারিবাড়ির ফটকে এসে প্রবেশদ্বার বন্ধ দেখে আমরা ভীষণ হতাশ হলাম, কারণ দিনটা ছিল ছুটির দিন। এতটা পথ এসে কাছারিবাড়ির ভেতরটা না দেখে ফিরে যেতে একেবারেই মন সায় দিচ্ছিল না। ততক্ষণে ক্ষুধায় আমাদের পেট একেবারে চোঁ চোঁ করে উঠল। কিন্তু আশেপাশে কোথাও কোনো খাবারের দোকান খুঁজে পেলাম না। ক্লান্ত হয়ে যখন ফটকের কাছে বসেছিলাম তখন একজন গ্রামবাসীর সহায়তায় আমরা অবশেষে পেয়ে গেলাম কাছারিবাড়ির তত্ত্বাবধায়কের খোঁজ। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাদের দূর থেকে আসার কথা শুনে ভদ্রলোক বন্ধ ফটকটি খুলে দিলেন।

ইতিহাসের সাক্ষ্য বহনকারী এই জাদুঘর কাছারিবাড়িটি চতুর্ভুজাকৃতি। মাঝে স্বল্প পরিসরের খোলা আঙিনা আছে। এর তিনদিকে ঘিরে রয়েছে ঘরগুলো। তত্ত্বাবধায়ক সঙ্গে থেকে বন্ধ ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখালেন। রবীন্দ্রনাথের চেনা-অচেনা বিভিন্ন ছবি ছাড়াও সুন্দর কারুকার্য দিয়ে ঘর তিনটি সাজানো। শিলাইদহ ও সাহজাদপুরের কুঠিবাড়ি থেকে এটি অনেক বেশি গোছানো। এখানে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত বিভিন্ন শৌখিন বস্তু-সামগ্রী যেমন আরাম কেদারা, গ্লোব, বিভিন্ন চিঠিপত্রের অনুলিপি, পদ্মাবোটের নোঙর প্রভৃতি পরম যত্নে সংরক্ষিত আছে। তবে সবচেয়ে বিস্মিত হলাম কলের লাঙলের ফলা দেখে যা পরম যত্নে সংরক্ষিত আছে আরেকটি ঘরে। উঠোনের মাঝখানে রবীন্দ্রনাথের একটি ভাস্কর্য রয়েছে। সামনেই শ্বেত পাথরে বাঁধানো পুকুর ঘাট। সেখানে বসার জায়গাটাও বেশ কাব্যিক।

জানা গেল, এখানকার কৃষকদের মনে-প্রাণে ভালবাসতেন তিনি। কলের লাঙলের প্রবর্তন করে এদের কৃষিকাজের মান উন্নয়নের জন্য তিনি সবসময় ভাবতেন। এসব কৃষকদেরকে কৃষিকাজে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে কৃষিবিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার্থে আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কারের অধিকাংশ টাকাই এখানকার কৃষকদের মাঝে কৃষিঋণ হিসেবে দিয়েছিলেন। এসব কারণে পতিসরের কৃষকরা অপরিসীম শ্রদ্ধা করত রবীন্দ্রনাথকে।

Permission to reproduce items where third-party owned material protected by copyright is included has been sought and cleared where possible. Every reasonable effort has been made by the publisher (UCLES) to trace copyright holders, but if any items requiring clearance have unwittingly been included, the publisher will be pleased to make amends at the earliest possible opportunity.

To avoid the issue of disclosure of answer-related information to candidates, all copyright acknowledgements are reproduced online in the Cambridge Assessment International Education Copyright Acknowledgements Booklet. This is produced for each series of examinations and is freely available to download at www.cambridgeinternational.org after the live examination series.

Cambridge Assessment International Education is part of the Cambridge Assessment Group. Cambridge Assessment is the brand name of the University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES), which itself is a department of the University of Cambridge.

© UCLES 2021